

## সূরা - ৫০

## কাফ

(কাফ, :১)

## মক্কায় অবতীর্ণ

আল্লাহর নাম নিয়ে, যিনি রহমান, রহীম।

## পরিচ্ছেদ - ১

- ১ কাফ। ভেবে দেখো মহিমাঘিত কুরআনখানা।
- ২ বস্তুত তারা আশ্চর্য হচ্ছে যে তাদের কাছে তাদেরই মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী এসেছেন; তাই অবিশ্বাসীরা বলছে— “এ তো এক আজব ব্যাপার!”
- ৩ “কী! আমরা যখন মরে যাব এবং ধুলো-মাটি হয়ে যাব? এ তো বহু দূর থেকে ফিরে আসা।”
- ৪ আমরা আলবৎ জানি তাদের মধ্যের কতটুকু পৃথিবী হ্রাস করে ফেলে; আর আমাদের কাছে রয়েছে সুরক্ষিত গ্রন্থ।
- ৫ বস্তুত তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল যখন তাদের কাছে তা এসেছিল, সেজন্য তারা সংশয়াকুল অবস্থায় রয়েছে।
- ৬ তারা কি তবে তাদের উপরকার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না— আমরা কেমন করে তা তৈরি করেছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি, আর তাতে কোনো ফাটলও নেই?
- ৭ আর পৃথিবী— তাকে আমরা প্রসারিত করেছি আর তাতে স্থাপন করেছি পাহাড়-পর্বত, আর তাতে আমরা জন্মিয়েছি হরেক রকমের মনোরম বস্তু—
- ৮ দেখার মতো ও মনোনিবেশ করার মতো বিষয় প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য।
- ৯ আর আমরা আকাশ থেকে বর্ষণ করি আশীর্বাদসূচক জল, তারপর তারদ্বারা আমরা জন্মাই বাগানসমূহ ও খাদ্যশস্য যা তোলা হয়;
- ১০ আর লম্বা লম্বা খেজুর গাছ যাতে আছে গোছা গোছা কাঁদি,—
- ১১ দাসদের জন্য জীবিকাস্বরূপ; আর এর দ্বারা আমরা মৃত ভূখণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করি। এইভাবেই হবে পুনরুত্থান।
- ১২ এদের আগে নূহ-এর স্বজাতি প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর রস-এর অধিবাসীরা ও ছামুদ জাতি;
- ১৩ আর ‘আদ ও ফিল্রআউন ও লূত-এর ভাই-বন্ধুরা,
- ১৪ আর আইকার অধিবাসীরা ও তুবকার লোকদল;— সবাই রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সুতরাং আমার ওয়াদা সত্য বর্তেছিল।
- ১৫ আমরা কি তবে ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি প্রথমবারের সৃষ্টি করেই? না, তারা নতুন সৃষ্টি সম্বন্ধে সন্দেহের মাঝে রয়েছে।

## পরিচ্ছেদ - ২

- ১৬ আর আমরা তো নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টি করেছি, আর আমরা জানি তার অন্তর তাকে কী মন্ত্রণা দেয়, আর আমরা কণ্ঠশিরার চেয়েও তার আরো নিকটে রয়েছি।
- ১৭ স্মরণ রেখো, দুইজন গ্রহণকারী গ্রহণ করে চলেছেন ডাইনে ও বাঁয়ে বসে।

- ১৮ সে কোনো কথাই উচ্চারণ করে না যার জন্য তার নিকটেই এক তৎপর প্রখর প্রহরী নেই।
- ১৯ আর মৃত্যুকালীন মূর্ছা সত্যি-সত্যি আসবে;— “এইটিই তো তাই যা থেকে তুমি অব্যাহতি চাও।”
- ২০ আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে; “এইটিই সেই প্রতিশ্রুত দিন।”
- ২১ তখন প্রত্যেক সত্তা চলে আসবে, তার সঙ্গে থাকবে এক চালক ও এক সাক্ষী।
- ২২ “তুমি তো অবশ্য এ সম্বন্ধে গাফিলতিতে ছিলে, কিন্তু এখন আমরা তোমার থেকে তোমার আবরণী সরিয়ে দিয়েছি ফলে তোমার দৃষ্টি আজ তীক্ষ্ণ হয়েছে।
- ২৩ আর তার সঙ্গী বলবে— “এই তো যা আমার কাছে তৈরি রয়েছে।”
- ২৪ “তোমরা দুজনে জাহান্নামে ফেলে দাও প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে, বিদ্রোহচারীকে,—
- ২৫ “ভালো কাজে নিষেধকারীকে, সীমালংঘনকারীকে, সন্দেহকারীকে—
- ২৬ “যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্য দাঁড় করিয়েছিল; অতএব তোমরা উভয়ে তাকে নিক্ষেপ করো ভীষণ শাস্তিতে।”
- ২৭ আর তার সাক্ষাত বলবে— “আমাদের প্রভো! আমি তো তাকে বিদ্রোহী বানাই নি, কিন্তু সে নিজেই ছিল সুদূর বিপ্রান্তিতে।”
- ২৮ তিনি বলবেন— “আমার সামনে তোমরা তর্কাতর্কি করো না, আর আমি তো তোমাদের কাছে ইতিপূর্বেই আমার ওয়াদা আগবাড়িয়েছি।
- ২৯ “আমার কাছে কথার রদবদল হয় না, এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি আদৌ অন্যায়াচারী নই।”

### পরিচ্ছেদ - ৩

- ৩০ সেইদিন আমরা জাহান্নামকে বলব— “তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ?” আর সে বলবে— “আরো বেশি আছে কি?”
- ৩১ আর বেহেশতকে আনা হবে ধর্মভীরুদের নিকটে— অদূরে।
- ৩২ “এইটিই তা যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক জন বারবার প্রত্যাবর্তনকারী হেফাজতকারীর জন্য—
- ৩৩ “যে পরম করুণাময়কে ভয় করত সংগোপনে, আর উপস্থিত হত বিনয়-নম্র হৃদয় নিয়ে।
- ৩৪ “এতে প্রবেশ করো প্রশান্তির সাথে। এই তো চিরস্থায়ী দিন।”
- ৩৫ এদের জন্য থাকবে তারা সেখানে যা চাইবে তাই, তার আমাদের কাছে রয়েছে আরো বেশি।
- ৩৬ আর তাদের আগে আমরা কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, তারা এদের চাইতে ছিল শক্তিতে বেশি প্রবল, ফলে তারা দেশে-বিদেশে অভিযান চালাত। কোনো আশ্রয়স্থল আছে কি?
- ৩৭ নিঃসন্দেহ এতে নিশ্চয়ই উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার হৃদয় আছে, অথবা যে কান দেয়, আর সে সাক্ষ্য বহন করে।
- ৩৮ আর আমরা অবশ্য মহাকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুইয়ের মধ্যে যা-কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আর কোনো ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করে নি।
- ৩৯ অতএব ওরা যা বলে তা সত্ত্বেও তুমি অধ্যবসায় চালিয়ে যাও এবং তোমার প্রভুর প্রশংসায় জপতপ করো সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যাবার আগে;
- ৪০ আর রাতের বেলাতেও তাঁর জপতপ করো, আর এই সিজদাগুলোর পরেও,
- ৪১ আর শোনো সেইদিন যখন একজন ঘোষণাকারী আহ্বান করবেন নিকটবর্তী স্থান থেকে,—
- ৪২ সেইদিন তারা সত্যি-সত্যি মহাগর্জন শুনতে পাবে। এইটিই বেরিয়ে আসার দিন।

- 
- ৪৩ নিঃসন্দেহ আমরা স্বয়ং জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু ঘটাই, আর আমাদের কাছেই শেষ-আগমন,—
- ৪৪ সেইদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যাবে তাদের থেকে স্তম্ভ-ব্যস্তভাবে, এই হচ্ছে মহাসমাবেশ— আমাদের জন্য সহজ ব্যাপার।
- ৪৫ ওরা যা বলে আমরা তা ভাল জানি, আর তুমি তাদের উপরে জবরদস্তি করার লোক নও। অতএব তুমি কুরআন নিয়ে স্মরণ করিয়ে চলো তার প্রতি যে আমার প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে।